নীতিমালা

গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি

উত্তরণ

নীতিমালা
গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি

উত্তরণ

রচনা

শহিদুল ইসলাম
হাসেম আলী ফকির
মোঃ শহিদুল ইসলাম

প্রচ্ছদ

ইসলাম কম্পিউটার
৯২, কেসিসি সুপার মার্কেট
খুলনা।

কম্পিউটার

গোলাম রব্বানী

প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা

মোঃ ওবায়দুল হক পলাশ

মুদ্রণ

কাকলি প্রেস
৩,আহসান আহম্মেদ রোড
খুলনা।

প্রকাশনা

উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা।
মোবাইল ঃ ০১৭১-১৮২৩৪৪
ফোন ঃ ০৪১-৭৪৬০০৬ এক্স-২৮৩/২৮৪

আর্থিক সহায়তা

অক্সফাম জি,বি

পটভূমি ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ১৪ কেটি লোক ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করে। পৃথিবীর ঘন বসতির বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি প্রথম সারির দেশ। মাথা প্রতি আয় ৪৭০ ডলার। জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। তাদের পক্ষে প্রতি দিন ১৮০০ ক্যালরী খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের পক্ষে এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় প্রবৃদ্ধি বছরে ৪ হতে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও তা দারিদ্র বিমোচনে জোরালো কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। মূলত এই প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগীর একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো সমাজের ধনী শ্রেণী।

বিগত কয়েক বছরে দারিদ্র বিমোচনের হার খুবই কম এবং তা ১ শতাংশর নীচে। গ্রামের এই হার ০.৩২ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ০.৫২ শতাংশ। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দারিদ্র সীমায় বসবাসকারী লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি। বর্তমান তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি। এমনি একটি সমস্যাবহুল দেশে দুর্যোগ হলো নিত্য সঙ্গী। ইতিপূর্বে দুর্যোগ বলতে ঢল, বন্যা, ঘূর্নিঝড় বোঝাতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত দুর্যোগের পাশাপাশি নতুন ধরনের দুর্যোগের প্রার্দুভাব ঘটেছে। যেমনঃ- জলবায়ুর পরিবর্তন, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, খরা ও ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ হিসেবে আমরা দুর্যোগ দ্বারা চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। যার কিছু অংশ প্রাকৃতিক এবং কিছু অংশ মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট। এলাকার দুর্যোগের ধরণ এবং জটিলতা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী এবং যার সমাধান করা বেশ কষ্টকর। জলবদ্ধতা এখানকার একটি নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা। ৬০ এর দশকে উন্নয়নের নামে উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসংখ্য বাঁধ, স্লুইস গেট ও ক্রসড্যাম তৈরী করা হয়। অথচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ভঙ্গুর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়নি। তাই মানুষের এই অযাচিত এবং অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বৈরী পরিবেশ। সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা এবং ক্রমান্বয়ে তা গ্রাস করছে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে।

প্রাকৃতিক নিয়মে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনার একাংশের বৃষ্টির পানি কপোতাক্ষ নদ দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া থেকে তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা পর্যন্ত জোয়ার বাহিত পলির অবক্ষেপনের ফলে নদী সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গিয়েছে। উপকূলীয় বাঁধের পূর্বে জোয়ার বাহিত পলি জোয়ার -ভাটার প্লাবন ভূমিতে অবক্ষেপন হতো। কিন্তু তা বর্তমানে নদী বক্ষে অবক্ষেপিত হচ্ছে। ফলে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলের কপোতাক্ষ দিয়ে আগত বৃষ্টির পানি প্রতি বছর যথাযথভাবে নিষ্কাশিত হতে না পেরে ঝিকরগাছা, কেশবপুর, মনিরামপুর, তালা এবং কলারোয়া ইত্যাদি কপোতাক্ষ অববাহিকায় অবস্থিত উপজেলা গুলোকে প্রতি বছর প্লাবনের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা বহু বছর ধরে বন্যা মুক্ত ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ২০০০ সালে প্রলয়ংকরী বন্যার পর থেকে এই এলাকায় বন্যা নিয়মিত হয়ে দাড়িয়েছে। এখানকার বন্যার ধরণ দেশের অন্যান্য এলাকার ঢল বন্যা (FlashFlood)

কিছুটা ভিন্ন। নিষ্কাশন ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে বন্যার পানি নিষ্কাশিত হতে সাধারণতঃ ২-৩ মাস এবং তা কখনও কখনও ৫-৬ মাস সময় লাগে। যার ফলে কপোতাক্ষ অববাহিকায় অবস্থিত এই সমৃদ্ধ জনপদের পরিবেশ আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। বহু সচ্ছল পরিবার আজ নিঃস্ব।

এলাকাটি সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলটি মাঝে মাঝে ঘূর্নিঝড় বা কালবৈশাখী দ্বারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালের প্রলংকরী ঘূর্নিঝড়ের তান্ডবের কথা এলাকাবাসীর সম্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারণে এবং সুন্দরবন উজাড় হওয়ার দরুন ঘূর্নিঝড়ের তীব্রতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় খাবার পানির প্রধান সংকট ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই সংকট খুবই ভয়াবহ। আর্সেনিক দূষণের পাশা-পাশি খাবার পানিতে লবণাক্ততা ও ভূগর্ভস্থ জলাধারের অভাব এই সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুন। এখানে প্রায় ৭৯ শতাংশ আর্সেনিক দূষণ নলকূপ রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় আর্সেনিক দূষণের পাশাপাশি নলকূপের পানিতে রয়েছে লবণাক্ততা। তাছাড়া আশাশুনি, দেবহাটা, সাতক্ষীরা সদর, তালা, কয়রা এবং পাইকগাছা সহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল উপজেলার কোন কোন জায়গায় ১২০০ ফিটের ভিতরে ভূগর্ভস্থ জলাধার পাওয়া যায় না। এই সংকট এত গভীর যে কোথাও কোথাও পরিবারের মহিলাদের দিনের একটি বড় অংশ কেটে যায় পানীয় জল সংগ্রহের জন্য। কখনও কখনও এই খাবার পানি সংগ্রহের জন্য মাইলের পর মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হয়।

পৃথিবীর বর্তমান একটি বড় সমস্যা জলবায়ুর পরিবর্তন। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে যে, সকল এলাকা অবস্থিত তার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হলো প্রধান এলাকা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রায় ৬৫ শতাংশ এলাকা ২০৫০ সালের (সূত্রঃ- যুগান্তর, তাং ২৩/০৩/০৫ইং) মধ্যে সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। যদিও এই ধারণা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে তথ্য মতে প্রতি বছর দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় জোয়ারের উচ্চতা ৩/৪ মিলিমিটার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতি বছর নতুন নতুন এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এই সকল এলাকা ধীর ধীরে লবণাক্ততায় গ্রাস করে ফেলছে। যার জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা। ধ্বংস হচ্ছে কম লবণ সহনশীল গাছপালা। সংকুচিত হয়ে পড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। বাড়ছে দারিদ্রতা।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর খুলনা জেলা ও যশোর জেলার নিম্নাংশ এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই এলাকার বিস্তীর্ণ জলাভূমি দিনে দু'বার জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হয়। ঈষৎ লবণ পানির এই এলাকাতে অসংখ্য সামুদ্রিক জলজ প্রাণী তাদের প্রজনন, শিশু এবং কৈশোর কালীন আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার করে। ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন থেকে পাতা ও অন্যান্য জৈব পদার্থ পড়ে সরাসরি খাদ্য কণায় রূপান্তরিত হয়ে জোয়ার- ভাটার টানে জলাভূমি ও সুন্দরবন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে এখানকার জৈবিক উৎপাদনশীলতা অন্য এলাকার চেয়ে বেশী। জোয়ার-ভাটার এই খাড়ি নদীগুলো সমগ্র এলাকায় জালের মত বিস্তার করে আছে। দেশের মূল ভূখণ্ড এমনকি দেশের

অন্যান্য উপকূলীয় এলাকা থেকে এখানকার মাছ, গাছপালা ও পশুপাখির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ এখানকার সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়াকে করেছে বাঁধাগ্রস্থ, বিচরণের ক্ষেত্রকে করেছে সংকুচিত। তাছাড়া এক সময় যে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল উফশী ধান চাষের সম্প্রসারনের জন্য তা এখন ব্যবহার করা হচ্ছে লবণ পানির চিংড়ী চাষের জন্য। ইতিমধ্যে দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলের ৪২ শতাংশ কৃষি জমিতে চিংড়ী চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। চিংড়ী একটি একক চাষ পদ্ধতি যার ফলে অন্যান্য প্রজাতির জলজ প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইতিমধ্যে উপকূলীয় বাঁধ ও চিংড়ী চাষের জন্য বহু প্রজাপতির জলজপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং হয়ে যাচ্ছে। বিলুপ্ত হওয়ার পথে রয়েছে আরও অনেক জলজ প্রাণী। তাছাড়া মিষ্টি পানির প্রবাহ হ্রাস এবং পলির অতিরিক্ত অবক্ষেপনের ফলে সুন্দরবন আজ ধ্বংসের মুখোমুখী।

দুর্যোগের উপরোক্ত ধরণ ও ব্যাপকতা ইত্যাদি বিবেচনা করলে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সর্বাধিক দুর্যোগ কবলিত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতির পরিমান তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমানও ভয়াবহ। অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, এই অঞ্চল মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। হয়তো কোন এক সময় এই অঞ্চল জনমানবশূণ্য বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। এহেন পরিস্থিতি প্রশমন এবং মোকাবেলার জন্য বেসরকারী সংগঠন উত্তরণ দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিপদাপন্ন জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ কবলিত প্রতিটি গ্রামে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই কমিটি পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করা হয়। নিম্নে এই দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি পরিচালনার জন্য নীতিমালা উপস্থাপন করা হলো।

নীতিমালা
গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি

অনুচ্ছেদ ১ ঃ **সংগঠনের নাম** ঃ ---------- দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ **সংগঠনের ঠিকানা** ঃ .....
.....
.....

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ **সংগঠনের ধরণ** ঃ
সংগঠনটি একটি দল নিরপেক্ষ কমিটি যা কপোতাক্ষ/বেতনা অববাহিকার স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্যোগ প্রশমন/মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ **সংগঠনের কর্ম এলাকা** ঃ সংগঠনের কর্ম এলাকা হবে সাধারণভাবে গ্রাম এবং বৃহত্তর স্বার্থে কপোতাক্ষ/বেতনা অববাহিকার দুর্যোগ কবলিত অন্যান্য এলাকা।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ সংগঠনের লক্ষ্য ঃ

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন/ মোকাবেলায় জনগণের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং সরকারি-বেসরকারী উৎস থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ সংগঠনের উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

(ক) দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তা কর্যকর করা।

(খ) গ্রামবাসীদের দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করা।

(গ) দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন/মোকাবেলায় স্থানীয় সম্পদ সমূহ চিহ্নিত করা ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(ঘ) দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিপদাপন্নদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(ঙ) পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য অভিযোজন-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

(চ) দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদগ্রস্থদের মধ্যে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

(ছ) দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে শিশু, নারী, বৃদ্ধ,পঙ্গু, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(জ) ইউনিয়ন, উপজেলা ও প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ সম্পর্কিত সরকারী কমিটির সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং সরকারী নীতিমালা যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঝ) স্থানীয় ভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন/মোকাবেলার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী তোলা।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ সংগঠনের কাঠামো ঃ

সংগঠনটি সর্বনিম্ন ৭ এবং সর্বোচ্চ ১৩ সদস্য সমন্বয়ে এক স্তর বিশিষ্ট কমিটি হবে। এই কমিটির পদ এবং পদভূক্ত সদস্যের সংখ্যা হবে নিম্নরূপঃ

(১) সভাপতি -১

(২) সম্পাদক -১

(৩) সদস্য -৫ থেকে ১১ জন।

সর্বমোট ৭ থেকে ১৩ জন।

সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ঃ-

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক আছে এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন ধরণের ব্যক্তিবৃন্দ কমিটির সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

- সাধারণত ঃ নিম্নোক্ত ক্যাটাগরী থেকে সদস্যপদ অন্তর্ভূক্ত হবেন ঃ

(ক) গ্রামে নির্বাচিত ইউপি সদস্য।
(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে প্রধান শিক্ষক।
(গ) গ্রামে সিবিও থাকলে সিবিও সমূহের প্রতিনিধি।
(ঘ) ইমাম ও পুরোহিত প্রতিনিধি।
(ঙ) ডাক্তার প্রতিনিধি
(চ) গণ্যমান্য ব্যক্তি।

-তবে উক্ত কমিটিতে কমপক্ষে ২/৩ জন নারী প্রতিনিধির অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কমিটির সদস্যবৃন্দ গ্রামবাসী কর্তৃক মনোনীত হবেন। কমিটিতে ইউপি সদস্য থাকলে তিনি পদাধিকার বলে সভাপতি হবেন। তবে একাধিক ইউপি নারী/পুরুষ সদস্য থাকলে সভাপতি ছাড়া অন্যরা উপদেষ্টা থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ সদস্যপদ বাতিল ঃ

(ক) সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে।
(খ) ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম করলে, দুর্নীতির আশ্রয় নিলে অথবা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সময় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ প্রমানিত হলে।
(গ) কোন সদস্যের পদত্যাগ পত্র কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে।
(ঘ) কোন সদস্য মানসিক প্রতিবন্দী হিসেবে প্রমানিত হলে।
(ঙ) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে।
(চ) কোন সদস্য বসবাসের জন্য গ্রাম ত্যাগ করলে।
(ছ) যৌক্তিক কারণ ছাড়া কমিটির সভায় পর পর ০৩ (তিন) বার অনুপস্থিত থাকলে।

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ কমিটির মেয়াদ ঃ

কমিটির কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত সময় কমিটির মেয়াদ হিসেবে বিবেচিত হবে। দুই বৎসর পর গ্রামবাসী কর্তৃক নতুন কমিটি গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ কমিটির সভা ঃ

(ক) প্রতি ২ মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে দুর্যোগের সময় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে সুবিধাজনক সময়ে কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা করতে পারবে।
(খ) সম্পাদক মহোদয় সভা সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন এবং রেজুলেশন বই সংরক্ষণ করবেন।
(গ) সভার স্থান এমন জায়গায় নির্ধারণ করতে হবে যেখানে সকল সদস্য স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

অনুচ্ছেদ ১১ঃ সদস্যদের অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) কমিটির সকল সদস্যগণ সম অধিকার ভোগ করবেন।

(খ) সদস্যগণ পরস্পর দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(গ) সভায় সকল সদস্য উপস্থিত হয়ে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

(ঘ) সম্পদ সংগ্রহ ও বিতরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন।

(ঙ) এলাকাবাসীকে সচেতন ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১২ঃ সদস্যদের অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সকল ধরণের সভা আহবান এবং সভার রেজুলেশন লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

(খ) তিনি সংগঠনের সকল ধরণের রেকর্ড ও নথিপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন।

(গ) সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

(ঘ) কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির উপর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৩ঃ সভাপতির অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) সকল ধরণের সভায় সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করবেন।

(খ) তিনি কমিটির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন এবং দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

(গ) সভাপতি সভায় সকল সদস্যের উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ ইউনিয়ন দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণঃ

(ক) সাধারণভাবে গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন নাগরিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের মধ্যে একজন মনোনীত হয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হবেন। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এভাবে সদস্যপদ লাভ করা সম্ভব না হয় তাহলে গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটির সদস্যবৃন্দ অন্যান্য সদস্যের মধ্য থেকে যোগ্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটির বিলুপ্তি ঃ

যে উদ্দেশ্যে গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে তা অর্জিত হলে বা গ্রামবাসী ও কমিটি যৌথভাবে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই-এই মর্মে লিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছালে গ্রাম দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কমিটি বিলুপ্তি ঘোষণা করা যাবে।

উত্তরণ

অক্সফাম জি,বি

প্রধান অফিস ঃ তালা, সাতক্ষীরা, ফোন ঃ ০৪৭১-৬৪০০৬ এক্সটেনশন-২৮৩/২৮৪, মোবাইল ঃ০১৭১-১৮২৩৪৪
ঢাকা অফিস ঃ ৪২ সাতমসজিদ রোড, (৪র্থ তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০২-৯১২২৩০২
মোবাইল ঃ ০১৭১-৮২৮৩০৫, E-mail : uttaran@bdonline.com